৪৩ ঘণ্টায় করোনায় মৃত্যু প্রায় ১০ হাজার

গত ৪৩ ঘণ্টার ব্যবধানে প্রায় ১০ মানুষ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। আর আক্রান্তের সংখ্যা এ সময় বেড়েছে ১ লাখ ২৯ হাজারের বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিনস ইউনিভার্সিটির তথ্য এটাই জানাচ্ছে।

এখন পর্যন্ত এই ভাইরাসে মৃতের মোট সংখ্যা দাঁড়াল ৬০ হাজার ১১৫ জনে। আর আক্রান্তের মোট সংখ্যা দাঁড়াল ১১ লাখ ৩১ হাজার ৭১৩ জনে।

চলমান বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসে বিপর্যস্ত বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ। দ্রুত বেড়ে চলেছে করোনাভাইরাসে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা। গত ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহানে ছড়িয়ে পড়ে প্রাণঘাতী এই ভাইরাস। এখন তা ১৮১ দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

Lifebuoy Soap
যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিনস ইউনিভার্সিটির এর তথ্য অনুযায়ী, ৪ এপ্রিল সন্ধ্যায় ছয়টা পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে ১৮১টি দেশে ১১ লাখ ৩১ হাজার ৭১৩ জন ব্যক্তি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। আর এ সময় করোনা ভাইরাসে মারা গেছেন ৬০ হাজার ১১৫ জন ব্যক্তি। মাত্র ৪৩ ঘণ্টায় মৃতের সংখ্যা বেড়েছে ৯ হাজার ৮৮৫।

জন হপকিনস ইউনিভার্সিটির তথ্য অনুযায়ী, করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কেন্দ্রস্থল এখন ইউরোপ। যদিও ধীরে ধীরে সেই কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠছে যুক্তরাষ্ট্র। মৃত মানুষের সংখ্যার দিক থেকে প্রথম দুটি দেশই ইউরোপের। সবার ওপরে আছে ইতালি, দেশটিতে এখন পর্যন্ত মারা গেছে ১৪ হাজার ৬৮১ জন, দেশটিতে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লাখ ১৯ হাজার ৮২৭ জন।

ইউরোপে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ইতালির পরই বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে স্পেনে। দেশটিতে আজ ৪ এপ্রিল সন্ধ্যা পর্যন্ত মারা গেছেন ৬ হাজার ৫২০ জন, আক্রান্ত হয়েছেন ৮৩ হাজার ২৯ জন। এরপরেই মৃতের হার ফ্রান্সে বেশি। দেশটিতে মারা গেছেন এখন পর্যন্ত ৬ হাজার ৫২০ জন, আক্রান্ত হয়েছেন ৮৩ হাজার ২৯ জন। যুক্তরাজ্যে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৮ হাজার ৬৯৮ জন, দেশটিতে এখন পর্যন্ত মারা গেছেন ৩ হাজার ৬১২ জন। ইউরোপে আক্রান্ত বেশি কিন্তু মৃত্যুর হার

কম এমন দেশ হলো জার্মানি। দেশটিতে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে ৯১ হাজার ১৫৯ জন ব্যক্তি আর মারা গেছেন ১ হাজার ২৭৫ জন।

এখন পর্যন্ত ইরানে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৫ হাজার ৭৪৩ জন, দেশটিতে মারা গেছেন ৩ হাজার ৪৫২ জন। আর যে চীনের করোনা ভাইরাসে উৎপত্তি সেখানে এখন পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ৮২ হাজার ৫৪৩ জন, মারা গেছেন ৩ হাজার ৩৩০ জন।

যুক্তরাষ্ট্রে আজ ৪ এপ্রিল সন্ধ্যা পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন ২ লাখ ৭৮ হাজার ৪৫৮ জন ব্যক্তি, দেশটিতে এখন পর্যন্ত মারা গেছেন ৭ হাজার ১৫৯ জন।

সুস্থ হওয়ার সংখ্যায় সবার ওপরে রয়েছে চীন। ৪ এপ্রিল পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে ২ লাখ ৩৩ হাজার ৬৮৯ জন সুস্থ হয়েছেন। এর মধ্যে চীনে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৭৬ হাজারেরও বেশি মানুষ। স্পেনে সুস্থ হয়েছেন সাড়ে ৩৪ হাজারের বেশি মানুষ। জার্মানিতে ২৪ হাজার ৫৭৫ জন, ইতালিতে ১৯ হাজার ৭৯৮ ও ইরানে ১৯ হাজার ৭৭৬ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আর যুক্তরাষ্ট্রে সুস্থ হয়েছেন ৯ হাজার ৮৯৭ জন ব্যক্তি।

বাংলাদেশ সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) তথ্য অনুযায়ী, আজ শনিবার পর্যন্ত দেশে করোনাভাইরাস শনাক্ত হওয়া ব্যক্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭০। দেশে গত ৮ মার্চ দেশে প্রথমবারের মতো করোনাভাইরাস রোগী শনাক্ত হওয়ার বিষয়টি ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৮ মার্চ দেশে করোনাভাইরাসে প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। এখন পর্যন্ত দেশে আটজন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩০ জন।

সুত্র-প্রথম আলো

যে ১৮ দেশে করোনা রোগী শনাক্ত হয়নি

গত বছরের ডিসেম্বরের শেষদিকে চীনের উহান শহরে উৎপত্তির পর আড়াই

মাসেই প্রায় গোটা বিশ্বকে গ্রাস করেছে করোনাভাইরাস।

যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের করোনাভাইরাস রিসোর্স সেন্টারের তথ্যানুযায়ী, প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে গোটা বিশ্বে এ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ১১ লাখ ৩৩ হাজার ছাড়িয়েছে। মৃতের সংখ্যা ৬০ হাজার ছাড়িয়েছে ইতিমধ্যে।

তবে ১৮ দেশে এখনও করোনাভাইরাস রোগী শনাক্ত হয়নি বলে জানিয়েছেন তারা।

এগুলোর বেশিরভাগই দ্বীপরাষ্ট্র। তবে কয়েকটি স্থলসীমা পরিবেষ্টিত বৃহৎ রাষ্ট্রও রয়েছে।

দেশগুলো হল- কমোরোস, কিরিবাতি, লেসোথো, মার্শাল আইল্যান্ডস, মাইক্রোনেশিয়া, নাউরু, উত্তর কোরিয়া, পালাউ, সামোয়া, সাও তোমে অ্যান্ড প্রিনসিপ, সলোমোন আইল্যান্ডস, দক্ষিণ সুদান, তাজিকিস্তান, টোঙ্গা, তুর্কমেনিস্তান, টুভালু, ভানুয়াতু ও ইয়েমেন।

এ সব দেশে কেন এখনও করোনা সংক্রমণ ঘটেনি তার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

তারা জানিয়েছেন, এ সব দেশের অধিকাংশই প্রায় পর্যটক শূন্য এবং ঘনবসতি নেই। দুর্গম ও দ্বীপরাষ্ট্র হওয়ায় সেখানে বাইরে থেকে লোকজনের যাতায়াত কম। জনসংখ্যা কম হওয়ার সেখানকার সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করা সহজ। তাই করোনার সংক্রমণ ঘটেনি সে সব দেশে।

তবে উত্তর কোরিয়া, তুর্কিমেনিস্তান ও ইয়েমেনের বিষয়ে ভিন্ন মত রয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, উত্তর কোরিয়া, যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়েমেন ও তুর্কিমেনিস্তানে সরকারিভাবে করোনা শনাক্তের সংখ্যা শূন্য বলা হচ্ছে। তবে বাস্তবে চিত্র ভিন্ন হতে পারে।

তবে এ সব দেশে করোনা একবার প্রবেশ করলে তা ভয়াবহ রূপ নিবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) সাবেক কমিশনার চিকিৎসক কলিন টোকোটোঙ্গা।

তিনি বলেছেন, এটা খুবই বড় সুসংবাদ যে, এই ১৮টি দেশে করোনা পৌঁছায়নি এখনও। তবে দেশগুলো করোনা আক্রান্ত হয়ে গেলে

ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। বিশেষ করে দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর পুরো জাতিই হুমকির মুখে পড়বে। কারণ এ দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর স্বাস্থ্যব্যবস্থা একেবারেই মানের নয়। রাষ্ট্রগুলো ছোট ও দুর্বল। অনেক দেশে কোনো ভেন্টিলেটর নেই। এ ছাড়া এ সব রাষ্ট্রের বাসিন্দাদের মধ্যে ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের হার অনেক বেশি। তারা করোনা আক্রান্ত হলে দ্রুতই মারা পড়বে।

সুত্র-যুগান্তর

করোনা গুজবে যুক্তরাজ্যে ৫জি টাওয়ারে আগুন

মহামারী করোনাভাইরাস আতঙ্কে কাঁপছে গোটা বিশ্ব। ইতিমধ্যে প্রাণঘাতী এ রোগ নিয়ে নানা কৌতুহল জেগেছে সবার মনে। একে পুঁজি করে বিভিন্ন ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। এর মধ্যে এমন গুজবও ছড়ানো হয়েছে যে, ‘ফাইভ জি নেটওয়ার্কের কারণে করোনা ছড়াচ্ছে’।

এ গুজবের জেরে শুক্রবার আগুন লাগানো হয়েছে দেশটির বার্মিংহামের একটি মোবাইল নেটওয়ার্ক টাওয়ারে।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম দ্য সান জানিয়েছে, গত কয়েকদিনে যুক্তরাজ্যের সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব ছড়িয়েছে যে, ৫জি নেটওয়ার্ক করোনাভাইরাস ছড়াতে সাহায্য করে। এরপর অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখতে থাকেন – করোনা সংক্রমণ থেকে বাঁচতে যার যার এলাকার ৫জি টাওয়ার গুঁড়িয়ে দাও। এসব টাওয়ার থেকেই করোনাভাইরাস ছড়াচ্ছে। এরপর এমন অদ্ভূত ধারণা বিশ্বাস করে বার্মিংহামের ওই ৫জি টাওয়ারে আগুন ধরিয়ে দেয় স্থানীয়রা।
জানা গেছে, গত মার্চ থেকে এ গুজব রটান শুরু হয়। ওই সময় যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য সম্মেলনে এক ব্যক্তি দাবি করেন, আফ্রিকার দেশগুলোতে ৫জি নেই বিধায় সেখানে করোনার সংক্রমণ কম। সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুতই ভাইরাল হয়ে পড়ে ওই ব্যক্তির সেই বক্তব্য।

এদিকে টাওয়ারে আগুন দেয়া ও ভাঙচুরকারীদের ধরতে অভিযানে নেমেছে পুলিশ। গুজব বন্ধে ইতিমধ্যে বেশ কিছু গ্রুপ ও পেজ বন্ধ করে দিয়েছে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ।

এরইমধ্যে এমন গুজবে কান না দিতে আহ্বান জানিয়ে গবেষকরা বলেছেন, ৫জি প্রযুক্তির সঙ্গে করোনাভাইরাস বিস্তারের কোনো সম্পর্ক নেই।

সুত্র-যুগান্তর

চীনের ল্যাবেই তৈরি হয়েছিল করোনাভাইরাস, এলো নতুন প্রমাণ! (ভিডিও)

গেল বছরের ডিসেম্বরে চীনের উহানে প্রথম ধরা পড়ে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। এরপর বিশ্বের অন্তত ২০০টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এ ভাইরাস। এ ভাইরাসে এখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১১ লাখ ৩০ হাজার এবং মৃতের সংখ্যা ৬০ হাজার ছাড়িয়েছে। এছাড়াও এ ভাইরাস থেকে সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে গেছেন ২ লাখ ২৩৫ হাজার।

এ প্রাণঘাতী করোনায় চীনে মারা গেছে ৩৩২৬ জন এবং আক্রান্ত হয়েছেন ৮১,৬৩৯ জন।

এদিকে, বিশ্বজুড়ে তাণ্ডব সৃষ্টি করে চলা নোভেল করোনাভাইরাস কি সত্যিই প্রকৃতি থেকে সৃষ্টি, নাকি এটাকে চীনের ল্যাবে তৈরি করা হয়েছে? এটা নিয়ে বিতর্ক শুরু থেকেই উঠছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল ও ইরান দাবি করেছে, করোনা কোন ভাইরাস নয়, এটা চীনের উহানের ল্যাবে তৈরি মারাত্মক জৈব রাসায়নিক

বোমা। তবে চীন জোর গলায় এটাকে ‘ষড়যন্ত্র তত্ব’ আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছে।

তবে এবার নতুন প্রমাণ সামনে এসেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে চীনের উহানের ল্যাব থেকেই ছড়িয়েছে করোনাভাইরাস। এটাকে এখন আর অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

দ্য ব্লিজ এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক কালে প্রকাশ্যে আসা বেশ কয়েকটি নতুন প্রমাণ এই ইঙ্গিত দেয় যে ভাইরাসটি চীনের উহান শহরে একটি ভাইরোলজি ল্যাবেই তৈরি করা হয়েছিল।

এর আগে, এ বিষয়ে গতকাল শুক্রবার ন্যাশনাল রিভিউয়ের সিনিয়র সংবাদদাতা জিম জেরাঘাটির লেখা একটি দীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। করোনা নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি নির্মাণের জন্য তিনি চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং ইউটিউবার ম্যাথু টাইয়ের সঙ্গে দীর্ঘ দিন চীনে অবস্থান করেছেন। বিশদভাবে তদন্ত করেছেন। সাম্প্রতি তিনি ইউটিউবে বেশকিছু ভিডিও আপলোড করেছেন, সেখানে ভাইরাসটির উৎস সনাক্ত করতে পেরেছেন বলে দাবি করা হয়েছে।

জেরাঘটি নিশ্চিতভাবে লক্ষ্য করেছেন যে, ভাইরাসটির উৎপত্তি সম্পর্কে এই ভিডিওগুলো দেখলে সহজেই বোধগম্য হবে। যে কেউ বুঝতে পারবেন ভাইরাসটির উৎপত্তি কোথায়। এখানে ভাইরাসটির উৎপত্তি সম্পর্কে প্রচুর তথ্য রয়েছে। মানুষ যাতে সহজেই বিষয়টা উপলব্ধি করতে পারে এ জন্য তিনি ভিডিওটি ইন্টারনেটে আপলোড করেছেন। বিশ্বাস না হলে ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন।

এমন একটি প্রমাণ হল, উহান ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজি কর্তৃক গত বছরের শেষের দিকে কাকতালীয়ভাবে দুটি সন্দেহজনক চাকরির অফার পোস্ট করা হয়।

রহস্যজনক চাকরির অফার

গত বছরের ১৮ নভেম্বর, ল্যাবটি একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিল যাতে বিজ্ঞানীদের ‘করোনভাইরাস এবং বাদুড়ের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করতে’ অনুরোধ করা হয়েছিল। জব অফারটিতে লেখা ছিল-

“বাদুড়কে গবেষণামূলক বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে আমি মলিকুলার মেকানিজমের মাধ্যমে এমন সব প্রক্রিয়ার উত্তর দেব যা দীর্ঘকাল ধরে কোনও রোগ ছাড়াই ইবোলা এবং সার্স সম্পর্কিত করোনভাইরাসের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারে এবং এর সাথে এটি বেশি উড়তে পারবে এবং দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে। ভাইরাস, ইমিউনোলজি, সেল জীববিজ্ঞান এবং একাধিক ওমিক্স মানব এবং অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য তুলনা করতে ব্যবহৃত হয়।”

তার একমাস পরে ২৪ ডিসেম্বর, ল্যাবটি আরও একটি কাজের উদ্বোধন করে। এবার উল্লেখ করা হয়েছে, ‘গুরুত্বপূর্ণ ভাইরাস বহনকারী বাদুড়ের প্যাথোজেনিক বায়োলজির উপর দীর্ঘমেয়াদী গবেষণাটি মানব ও প্রাণিসম্পদের বড় বড় নতুন সংক্রামক রোগের বাহক হিসাবে বাদুড়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। যেমন- সার্স,এসএডিএস, প্রচুর পরিমাণে নতুন ব্যাট এবং দুর্যোগপূর্ণ নতুন ভাইরাস সনাক্ত করা হয়েছে।

সাবলীল চাইনিজ বলতে পারা টাই দাবি করেছেন, ‘আমরা একটি নতুন এবং ভয়ানক ভাইরাস আবিষ্কার করেছি এবং এর সাথে মোকাবিলার জন্য লোক নিয়োগ করতে চাই।’

দ্বিতীয় চাকরির বিজ্ঞাপনের সময়, চীনে তথাকথিত ‘রহস্যময় নিউমোনিয়া’ সংক্রমণ চলছিল। তবে এরও এক সপ্তাহ পরে চীন সরকার তার জনসংখ্যাকে নোভেল করোনাভাইরাস সংক্রামিত হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে অবহিত করেছিল।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা পত্র

ফক্স নিউজের সঞ্চালক টাকের কার্লসন মঙ্গলবার রাতে তার প্রাইমটাইম শোতে ভিডিওটির আকর্ষণীয় একটি অংশ তুলে ধরেছিলেন। সেখানে ফেব্রুয়ারিতে দক্ষিণ চীন প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ তুলে ধরা হয়।

‘গবেষণা পত্র: ২০১৯-এন কোভি করোনভাইরাসের সম্ভাব্য উৎস’ শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভাইরাসটি সম্ভবত এমন একটি প্রাণী থেকে এসেছিল যেটা ঘোড়ামুখো বাদুড়ের মতো দেখতে। কার্লসন বলেছিলেন, এখানে চমকপ্রদ বিষয় রয়েছে উহানের ৯০০ কিলোমিটারের মধ্যে বাদুড়ের কোনও কলোনী নেই।

এছাড়া, কার্লসন উল্লেখ করেছিলেন যে উহানের যে সামুদ্রিক বাজারে এই বিশেষ বাদুড় বিক্রি হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে সেটারও কোন

https://youtu.be/X03DeM0EldI?t=8

বরং প্রাণঘাতী জৈব অস্ত্র বানাতেই মত্ত গবেষকরা। যারই পরিণতি হাজার হাজার মৃত্যু। নোভেল করোনাভাইরাসের জিনগত বদল ঘটানো হয়েছে এবং উহানের এই ল্যাবোরেটরি থেকেই যে ভাইরাস ছড়িয়েছে সেটাও জানেন ডব্লিউএইচও’র অনেক গবেষকই।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনাভাইরাসে বিশ্বব্যাপী মৃত্যু সংখ্যা ৬০ হাজার ছাড়িয়েছে

করোনাভাইরাস মহামারীতে বিশ্বব্যাপী মৃত্যু সংখ্যা ৬০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থা ওয়ার্ল্ডওমিটার্স জানিয়েছে, বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১১ লাখ ৩০ হাজারেরও বেশি মানুষ। এর মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন ৬০ হাজার ১৪৭জন মানুষ।

শনিবার বিকাল সাড়ে ৪টায় ওয়ার্ল্ডওমিটার্স ওয়েবসাইটে দেখা যায়, এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে ২ লাখ ৭৭ হাজারেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে ৩৬১ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। আর স্পেনে গত ২৪ ঘণ্টা ৫ হাজার ৫৩৭জন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন।

ডিসেম্বরের শেষ দিকে চীনের হুবেইপ্রদেশের উহান শহরে এ ভাইরাসটি প্রথমে দেখা যায়। পরে ভাইরাসটি মহামারী আকারে বিশ্বের ১৯৯ দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

বর্তমানে এ ভাইরাসটিতে সবচেয়ে বেশি সংক্রমিত দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সবার ওপরে রয়েছে। আর মৃত্যুর দিক দিয়ে ইতালি এগিয়ে রয়েছে। এর পরেই অবস্থান স্পেনের। এদিক থেকে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

করোনায় আক্রান্তের সংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্রই এখন সবার ওপরে। দেশটিতে দুই লাখ ৭৭ হাজার ১৬১ জনের দেহে কোভিড-১৯ ধরা পড়েছে।

মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ৭ হাজার ৩৯২ জনে।

করোনাভাইরাসে মৃতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এখনও ইতালিতে। শুক্রবার পর্যন্ত পর্যন্ত দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা এক লাখ ১৯ হাজার ৮২৭ জন, আর প্রাণ হারিয়েছেন ১৪ হাজার ৬৮১ জন।

করোনাভাইরাস সংক্রমণে স্পেনে মৃতের সংখ্যা ১১ হাজার ছাড়িয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক লাখ ১১ হাজার ৭৪৪ জনে।

ফ্রান্সে মোট মৃত্যু হয়েছে ৬ হাজার ৫০৭ জনের। আক্রান্ত হয়েছেন ৮২ হাজারেরও বেশি।

ইরানে এ পর্যন্ত মারা গেছেন তিন হাজার ৪৫২ জন। আক্রান্ত হয়েছেন ৫৩ হাজার ১৮৩ জন। তবে এর মধ্যে ১৬ হাজার ৭১১ জন সুস্থ হয়েছেন। চীনে মৃত্যু হয়েছে ৩ হাজার ৩২৬।

সুত্র-যুগান্তর

ফিরলেন কলকাতায় আটকে থাকা ৮১ বাংলাদেশি

করোনাভাইরাস ঠেকাতে ভারতজুড়ে ‘লকডাউন’-এর কারণে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় আটকে থাকা ৮১ জন বাংলাদেশি পাসপোর্টযাত্রী বেনাপোল ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে দেশে ফিরেছেন।

আজ শুক্রবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তারা ভারতের পেট্রাপোলের আনুষ্ঠানিকতা সেরে এপারে আসেন।

দু’দেশের দূতাবাস ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর তাদেরকে ‘ঘরবন্দি’ দশা থেকে বের হয়ে বাংলাদেশে আসার অনুমতি

দেয় ভারত কর্তৃপক্ষ।
বেনাপোলে দায়িত্বরত স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. হাবিবুর রহমান জানান, বিশেষ ব্যবস্থায় এদিন দেশে ফেরা পাসপোর্টধারী যাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ক্ষেত্রে অধিক কড়াকড়ি ও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। তবে তাদের কারও দেহে উচ্চতাপমাত্রা বা করোনাভাইরাসের অন্য কোনো লক্ষণ পাওয়া যায়নি।

এদিন ভারত থেকে আসা যাত্রীদের প্রত্যেককে ১৪ দিনের হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে। তাদের হাতে বিশেষ লাল সিল দেওয়া হয়েছে।

৯ হাজার কোটি নিয়ে পালিয়েছিলেন, দেশের দুঃসময়ে ফেরত দেবার প্রস্তাব

নয় হাজার কোটি রুপি হাতিয়ে দেশ ছেড়েছিলেন বিখ্যাত কিংফিশার কোম্পানির কর্ণধার বিজয় মাল্য। পাড়ি জমিয়েছেন ইংল্যান্ডে। ভারত সরকার তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে অনেকদিন ধরে।

করোনার সময়ে অর্থনীতির দুরবস্থার কথা চিন্তা করে সেই বিজয় মাল্য নিজে থেকেই সমস্ত টাকা ফেরত দেবার আর্জি জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রীর কাছে।

সারা বিশ্বের সঙ্গে ভারতও করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তিন সপ্তাহের লকডাউন, প্রতিদিন বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা আর বিপুল আর্থিক সঙ্কটের মুখে ভারতের অর্থনীতি।

এমনই দুঃসময়ে ফের নিজের একশো শতাংশ দেনা মিটিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন লিকার ব্যারন বিজয় মাল্য। টুইটারে মাল্য লিখেছেন, ‘কিংফিশার সংস্থা বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে যে ঋণ নিয়েছে বারবার সেই টাকার ১০০ শতাংশ ফেরত দেওয়ার জন্য আমি বার বার প্রস্তাব দিয়েছি।

কিন্তু ব্যাঙ্ক বা ইডি কোনও কর্তৃপক্ষই অ্যাটাচ করা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি খুলে দেননি। আশা করি এই দুর্দিনে অর্থমন্ত্রী

আমার কথা শুনবেন।’ লকডাউনে তার সংস্থাগুলিতে উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ বলেও জানিয়েছেন কিংফিশার কর্ণধার।

তবে ভারতের অর্থমন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে এখনো কোন সিদ্ধান্তের কথা জানায়নি।

স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে শুরু করছে উহানের নাগরিকরা

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে প্রায় তিন মাস অবরুদ্ধ থাকার পর ধীরে ধীরে জীবনযাপন স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে চীনে। করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ও মৃত্যুর হার কমে আসায় কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারছেন দেশটির নাগরিকরা।

শপিংমল-দোকানপাট খুলতে শুরু করেছে, চালু হয়েছে গণপরিবহনও।

চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে ছড়িয়ে পড়া করোনাভাইরাস ৩ হাজার ৩২২ জনের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। সেই সঙ্গে আক্রান্ত হয়েছেন ৮১ হাজার ৬২০ জন। তাদের মধ্যে ৭৬ হাজারেরও বেশি মানুষ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।
এদিকে, বিশ্বের প্রতি উহানবাসীর বার্তা-আতঙ্ক নয়, করোনা মোকাবেলায় হতে হবে সচেতন। উহানের এক বাসিন্দা জানান, দুদিন হলো দোকান খুলেছি। অল্প হলেও ক্রেতারা আসছেন। আগে যেখানে একটা ২২০ থেকে ২৪০ কেজি গরুর মাংস বিক্রি করতাম, সেখানে এখন সর্বোচ্চ ১০ কেজি বিক্রি হয়।

এরইমধ্যে খুলে দেয়া হয়েছে সাবওয়ে। চলছে অন্যান্য গণপরিবহনও। তবে ব্যক্তিগত গাড়ি এবং ট্যাক্সি কম। যাত্রীরা জানালেন, আমরা ভয়কে জয় করতে শিখেছি। করোনা আমাদের আর হারাতে পারবে না।

গেল বছরের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহানে প্রথম ধরা পড়ে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। এরপর বিশ্বের অন্তত ২০০টি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এ ভাইরাস। এ ভাইরাসে এখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী আক্রান্তের

সংখ্যা ছাড়িয়েছে ১০ লাখ ৩০ হাজার এবং মৃতের সংখ্যা ৫৪ হাজার ছাড়িয়েছে। এ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে বিশ্বব্যাপী।

তবে করোনা মোকাবেলায় দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায় উহান প্রশাসন, পাল্টা ব্যবস্থা নেয়া হয়। ভাইরাসটির প্রকোপ ঠেকাতে লকডাউন করা হয় পুরো শহর এবং প্রদেশ।

প্রায় ছয় কোটি জনসংখ্যার প্রদেশটির প্রতিটি ঘরে ঘরে গিয়ে স্বাস্থ্য সেবা দেন কর্মীরা। ফলে কমে আসে ভাইরাসের বিস্তার। প্রায় ২ মাস পর প্রত্যাহার করা হয় লকডাউন। উহানের আরেক বাসিন্দা জানালেন, বিশ্ববাসীকে বলতে চাই করোনায় ভয় বা আতঙ্ক নয়, সতর্ক হোন সবাই। নিয়মিত শরীরচর্চা করুন, স্বাস্থ্যকর খাবার খান, পরিষ্কার থাকুন। তাহলেই করোনাকে রুখে দেয়া সম্ভব।

নতুন করে আক্রান্ত হওয়ার হার কমতে থাকায় কর্মীরা কাজে ফিরে যেতে শুরু করেছেন। কারখানা, স্কুল, জনসমাগম এবং পর্যটন স্থানগুলো আবার খুলতে শুরু করেছে। অবশেষে কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস নিতে পারছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

করোনা আতঙ্কে ২২২ বছর পর বাতিল হতে পারে হজ

সৌদি আরবে আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে নতুন করে ১৬৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। এই নিয়ে দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ১ হাজার ৮৮৫ জনে। মোট মৃত্যু হয়েছে ২১ জনের।

এদিকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত দেশটির মক্কা, মদিনা ও

রাজধানী রিয়াদসহ আজইয়াদ, আল মাসাফি, মিসফালাহ, আল হুজুন, নাকাসা ও হোশ বকর এলাকায় প্রবেশ বা বহির্গমন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারফিউ চলাকালীন সময়ে শুধু চিকিৎসা ও নিত্যপণ্য কেনাকাটায় বাইরে যাওয়া যাবে।

এমন পরিস্থিতিতে চলতি বছর মুসলমানদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় জমায়েত পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে কিনা সেটা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। তবে ইসলামের ইতিহাসে হজ বাতিলের ঘটনা আগেও ঘটেছে। এর আগে প্রায় ২২২ বছর আগে ১৭৯৮ সালে হজ বাতিল করা হয়েছিল।
এছাড়া, করোনা ভাইরাসের কারণে হজ অনুষ্ঠিত হবে কিনা তা জানতে মুসলিম সম্প্রদায়কে অপেক্ষা করতে বলেছে সৌদি আরব। দেশটির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রী মোহাম্মদ বাতেন মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে এ কথা বলেছেন। এর আগে মার্চের প্রথম দিকে করোনাভাইরাসের কারণে ওমরাহ স্থগিত করেছিল সৌদি। সেই স্থগিতাদেশ এখনও বহাল আছে।

সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

চীনের শেনজেনে কুকুর বিড়াল খাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা

চীনের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ গুয়াংগংয়ের শেনজেন শহরে কুকুর ও বিড়াল খাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এর ক্রয়-বিক্রয়ও।

প্রথম শহর হিসেবে বৃহস্পতিবার এই নিষেধাজ্ঞা দেয় শেনজেন কর্তৃপক্ষ। আগামী ১ মে থেকে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। এ খবর দিয়েছে বিবিসি।

গত বছরের ডিসেম্বরের শেষের দিকে চীনের উহান থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে করোনাভাইরাস। উহানের বন্যপ্রাণী বেচাকেনার এক বাজার

থেকেই এর উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করছেন অনেকে। এরপর থেকেই বন্যপ্রাণী খাওয়া ও বেচাকেনার ব্যাপারে কঠোর হয় চীন।

প্রাণীবিষয়ক সংস্থা হিউম্যান সোসাইটি ইন্টারন্যাশনাল (এইচএসআই) অনুসারে, এশিয়ায় প্রতি বছর খাওয়ার উদ্দেশ্যে ৩০ লাখের বেশি কুকুর হত্যা করা হয়। তবে চীনে কুকুরের মাংস খাওয়ার রীতি অতটা জনপ্রিয় নয়।

বেশির ভাগ চীনাই কখনও কুকুরের মাংস খাননি বলে দাবি করেন। শেনজেন শহর সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে কুকুর ও বিড়াল মানুষের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ। এখন থেকে এই প্রাণীগুলো খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

হংকং, তাইওয়ান ও উন্নত দেশগুলোকে এই প্রাণীগুলোর মাংস খাওয়ার ওপর ইতোমধ্যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

এদিকে কিউবায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে রোগী শনাক্ত করছেন মেডিকেল শিক্ষার্থীরা। কেউ আক্রান্ত হলে বাড়িতেই তাকে সেবা দিচ্ছেন। ওষুধ-পথ্য আছে কিনা, খোঁজখবর নিচ্ছেন। অধিবাসীদের কেউ বিদেশিদের সংস্পর্শে এসেছে কিনা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছে কিনা- এমন নানা প্রশ্ন করছেন। ছোট্ট দেশজুড়ে এভাবে সেবা দিয়ে চলেছেন প্রায় ২৮ হাজার শিক্ষার্থী।

মহামারী শুরু হওয়ার পরপরই নজিরবিহীন এ পদক্ষেপ নেয় দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। শুধু তাই নয়, করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চিকিৎসক পাঠাচ্ছে দেশটির সরকার।

এ মূহূর্তে অন্তত ৫৯টি দেশে ২৯ হাজারের বেশি কিউবান ডাক্তার রয়েছে।

মহামারী ছড়িয়ে পড়া আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দরিদ্র ও নিুআয়ের দেশগুলোতে মেডিকেল টিম পাঠানো হয়েছে।

সুত্র-যুগান্তর